



রূপগঞ্জ শরিয়ত উল্লাহর নেতৃত্বে গ্রীন টিভির ক্যামেরাম্যানকে মারধর



রূপগঞ্জ শরিয়ত উল্লাহর নেতৃত্বে সংবাদিকের ওপর হামলা। ছবি: প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার নাওড়া এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে গ্রীন টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান শরিয়তউল্লাহ হামলার শিকার হয়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নাওড়া এলাকার ৬৮/১ ঠিকানায় অবস্থিত নাওড়া মডেল একাডেমি নামের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে গত রবিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকদের ভাষ্য অনুযায়ী, একাডেমির ভেতরে তালাবদ্ধ অবস্থায় একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে—এমন তথ্য যাচাই করতে সেখানে যান গ্রীন টিভির সংবাদকর্মীরা। ভবনের সামনে পৌঁছালে তারা জানতে পারেন, গ্রীন টিভির অনুসন্ধান টিমের ওপর ইতোমধ্যেই হামলা চালানো হয়েছে এবং তাদের ক্যামেরা ইউনিট ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

হামলার শিকার ক্যামেরাম্যান শরিয়তউল্লাহ জানান, ভবনের ভেতরে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অবস্থান করছিল এবং বাইরে দুজন পাহারায় ছিল। ক্যামেরা দেখে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে ভেতর থেকে আরও সন্ত্রাসী বের হয়ে আসে।

এর মধ্যে ক্যামেরাম্যানকে লাঞ্চিত করার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গ্রীন টিভির আরেকটি ইউনিট। তবে পুলিশের উপস্থিতিতেই সংবাদ সংগ্রহের সময় দায়িত্বরত ক্যামেরাম্যানকে ধাক্কা দিয়ে মারধর করা হয়। পরে ক্যামেরায় ধারণ করা ভিডিও ফুটেজ মুছে ফেলা হয় এবং ক্যামেরাসহ অন্যান্য সরঞ্জাম ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

অভিযোগ রয়েছে, এ হামলার নেতৃত্ব দেন স্থানীয় সন্ত্রাসী গ্রুপের কমান্ডিং লিডার শরিয়ত উল্লাহ। আর পুরো গ্রুপটি পেছন থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন একই এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক সন্ত্রাসি খাড়া মোশারফ।

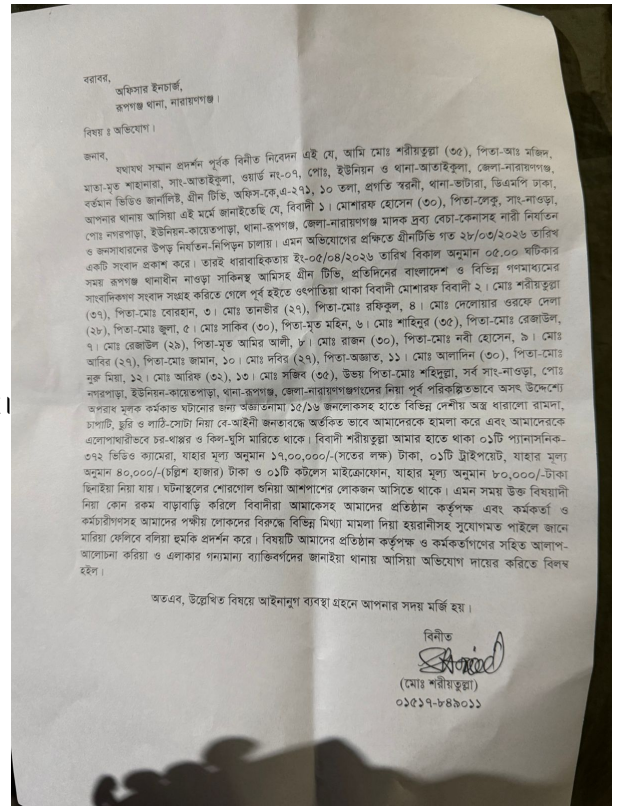
স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ২৮ মার্চ রূপগঞ্জের নাওড়া এলাকার মাদক ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেনের বিরুদ্ধে একটি সংবাদ প্রকাশ করে গ্রীন নিউজ। সেই প্রতিবেদনের অনুসন্ধানী ফলোআপ করতে গিয়ে আবারও এলাকায় গেলে হামলার শিকার হন সংবাদকর্মীরা।

ওই সময় ওত পেতে থাকা মোশারফ বাহিনীর সদস্য শরিয়ত উল্লাহসহ ১৪ থেকে ১৫ জন সন্ত্রাসী হঠাৎ করে গ্রীন টিভির ক্যামেরাম্যানের ওপর হামলা চালায় এবং ক্যামেরা ইউনিট ছিনিয়ে নেয়।

পরবর্তীতে স্থানীয় লোকজন ও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। তবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেলেও রূপগঞ্জ থানার এসআই মফিজুল নিজের উপস্থিতির বিষয়টি অস্বীকার করেন।

ঘটনার বিষয়ে রূপগঞ্জথানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাউদ্দিন বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ঘটনায় গ্রীন টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে রূপগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে।



LENS ASIA